প্রকিতির কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবার্ষিকী

উপলক্ষ্যে লেখকের শ্রদ্ধাঞ্জলী

ডাঃ রণেন্দ্রনাথ দে।

১৯৯৯ সালে যখন সাড়া পৃথিবী জুড়ে বাঙ্গালী মহলে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্মশত বার্ষিকী যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে উদযাপিত হল। তখন আমাদের কাব্যে উপেক্ষিতার মতনই ঐ সালের কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবার্ষিকীর কথা কার ও স্মরণে এলো না। রবীন্দ্র যুগের কবি হয়েও অবিস্মরনীয় প্রতিভার জোরে জ১ইনি প্রেম ও প্রকৃতির কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নয়, স্বয়ং কবি জীবনান্দ দাশ।

কবি জীবনান্দ দাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম এ পাশ করেন। তাই তার কবিতায় ইংরাজী সাহিত্যের বহু দিকপাল কবি বিশেস করে ইলিয়টসের রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একজন সদিকপ্রেমিক হিসাবে কবি জীবনান্দ দাশের একটি কবিচার উল্লেখ করে পাঠক পাঠিকাদের কাছে প্রমাণ করতে চাই যে তিনি বাংলাদেশকে বাংলার মাটিকে বাংলার আকাশ বাতাস ও বাংলার প্রকৃতিকে অন্তর দিয়ে ভাল বেসেছিলেন। তারি বহিঃপ্রকাশ দেখি ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি‘ কবিতাটিতে ও অন্যান্য রচনায়।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে চাইনা আর
অন্ধকারে জেগে উঠে দুবুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে
বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখী...

বেহুলাও একদিন গা-ুরের জলে ভেলা নিয়ে
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো, একদিন অমরায় গিয়ে
ছিল খঞ্জনার মত যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘু-ুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

একানে বাংলার প্রকৃতি যেন বেহুলার দুঃখে একান্ত হয়ে কেঁদে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালবাসার আর এক দৃষ্টান্ত পাই ‘ আঁধার আসিবে ফিরে‘ কবিতাটিতে যকানে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন পরজন্মেও যেন এই সাধের বাংলায় জন্মগ্রহন করেন মানুষ না হলেও অন্যরূপে।